ইনকিলাব

তারিখ 30 JUN 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

তিন ছাত্রদল নেতার ফাঁসি ও ৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি হত্যা মামলার রায়

ইনকিলাব ঃ আদালতে রায়ের পরে ফাঁসি ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের পুলিশী প্রহরায় নেয়া হচ্ছে। গোল চিহ্নিত ফাঁসির আসামী টগর

তৌহিদুল ইসলাম, সৈয়দ আহমেদ গান্ধী ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) মেধাবী ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। সাম্প্রতিককালের সর্বাধিক চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী এই মামলার রায়ে সনি হত্যাকারী ও ছাত্রদল নেতাকে ফাঁসি, ৫ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ৭ জনকে বেকসুর খালাসের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। ফাঁসির আসামীদের মধ্যে একমাত্র মুশফিক উদ্দিন টগর বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছে। অন্য ১ জন অর্থাৎ মোকাম্মেল

২-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

নিহত সনি

তিন ছাত্রদল নেতার ফাঁসি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হায়াত খান মুকি ও নূরুল ইসলাম সাগর এখনো পলাতক রয়েছে। যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের মধ্যে মকবুল হোসেন মুকুল, ইয়ার মোহাম্মদ ইয়াকু বর্তমানে জেলে রয়েছে এবং এস এম মাসুম বিল্লাহ্ ও দুলাল গতকাল তাদের জামিনের হাজিরা দিতে এসে গ্রেফতার হয়েছে। আসামী মাসুম এখনো পলাতক। গতকাল জনাকীর্ণ আদালতে বিচারক শাহেদ নূর উদ্দিন এই মামলার রায় প্রদান করেন। বিগত ২০০২ সালের ৮ জুন সকাল ১১টায় বুয়েট ক্যাম্পাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ কোটি টাকার টেন্ডার ও পলাশী বাজারের চাঁদাবাজির নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল সমর্থিত দুই ক্যাডার গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধের মাঝে ক্রস ফায়ারে পড়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারান সনি। বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোকাম্মেল হায়াত মুকি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এম হলের নেতা মুশফিক উদ্দিন টগর গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধের মাঝে ৩৩ বুলেটে ঝাঁজরা হয়ে চিরতরে নিভে যায় সদা হাস্যোজ্জ্বল তরুণী সনির জীবন প্রদীপ। মা-বাবার একমাত্র কন্যা সন্তান সনিকে হারিয়ে শুধু তারাই শোকের সাগরে ভাসেননি, ব্যথিত হয়েছেন সর্বস্তরের ছাত্র-শিক্ষক। বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদের ঝাণ্ডা নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন তারা। তার সহপাঠীরা খুনীদের বহিষ্কার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে অনশন করেছে। শিক্ষক সমাজ প্রতিবাদ কর্মসূচী দিয়েছে। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ঘটনার ৩৮৬ দিন পর সনি হত্যার বিচার হয়েছে। আদালতের এজলাসে বিচারক যখন মামলার রায় পড়ে শুনাচ্ছিলেন তখন আদালতের আঙ্গিনায় উপচেপড়া ভিড় ছাড়িয়ে শোকাতুর হাজারো দৃষ্টি তাকিয়ে ছিল সেদিকে। আদালত প্রাঙ্গণে পিতা হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া ও মা দিলরুবা বেগম সন্তান হত্যার রায় শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে ওঠেন।

রায়ে যারা খালাস পেয়েছেন তারা হল শেখ সোলেমান ওরফে বাবুল, সিরাজুল ইসলাম ওরফে ওয়াসিম, জাকির হোসেন পাটোয়ারী ওরফে মুন্না, রমিজ ওরফে চাচা রফিক, সুজন, আইয়ুব ও মহিউদ্দিন। সনি হত্যা মামলাটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের দ্বিতীয় মামলা।

গতকাল বেলা ১২টায় এই মামলায় আটক আসামীদের কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। তাদেরকে পুলিশ পাহারায় ঢাকা জজ কোর্টের ৫ম তলায় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ নম্বর আদালতে নেয়া হয়। তাদেরকে কাঠগড়ায় রাখা হয়। আদালতে দাঁড়ানোর তিল পরিমাণ কোন জায়গা ছিল না। তবে আদালতে আইনজীবী ও সাংবাদিক ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। ফটো সাংবাদিক ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা আসামীদের ছবি নিতে ব্যস্ত থাকেন। সারা বারান্দা ছুড়ে পুলিশ পাহারায় থাকে। বেলা সাড়ে ১২টায় বিচারক এজলাসে ওঠেন। বিচারক ২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী রায়ের উল্লেখযোগ্য অংশ পাঠ করে শোনান। রায় ঘোষণাকালে আদালতের পেছনের বেঞ্চে সনির পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন। দশ মিনিটের মধ্যে রায় ঘোষণার পর বিচারক এজলাস ত্যাগ করে খাস কামরায় যান। ফাঁসির আদেশ শোনার পরপরই সনির মা-বাবা আবেগ আপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এ সময়ে তারা নির্বাক হয়ে যান। কাঠগড়ায় সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা একে অন্যকে জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করেন। বারান্দায়ও আসামীদের আত্মীয়-স্বজনরা অঝোরে কান্না শুরু করেন। রায় ঘোষণার পর আসামীদের কোর্ট হাজতে কিছু সময়ে রাখার পর আলাদা প্রিজনভ্যানে তাদেরকে কারাগারে নেয়া হয়।